বিরহ নামের খামে

বিরহ নামের খামে

অনিন্দিতা অনি

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০২৩
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও টাইপোগ্রাফী: তাসনীম তানি

পরিবেশক
রকমারি.কম
www.rokomari.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশন
৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
info@projonmo.pub
www.projonmo.pub

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা কর্তৃক ৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১০০ থেকে মুদ্রিত।

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Biroho Namer Khame by Anindita Ani, Published by Projonmo Publication, Copyright © Anindita Ani

Price: BDT 200 Taka
International Price: $10.00 USD
ISBN: 978-984-97489-2-2

উৎসর্গ

মানুষের সব স্বপ্ন পূরণ হয় না। এটাই চিরন্তন সত্য। কিন্তু যখনই কোনো আরাধ্য আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন পূরণ হয় বুঝে নিতে হবে তার পিছনে অবশ্যই অদৃষ্টের আশীর্বাদ রয়েছে। কিন্তু সেই আশীর্বাদের সাথেও জুড়ে থাকে কোন না কোন মানুষের নাম। যে বা যারা হয় আপনার/আমার স্বপ্ন পূরণের সারথী। যাদের হাত ধরে আমাদের স্বপ্ন খুঁজে পায় তার অভীষ্ট লক্ষ্য। তাই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করলাম আমার স্বপ্ন পূরণের সারথীকে।

ভূমিকা

কথায় আছে না, কবিতার মানুষের সাথে কবিতার মানুষের যোগসূত্র স্থাপন হয়েই যায় কোনো না কোনোভাবে! আমি একজন কবিতা পাগল মানুষ। হুটহাট কবিতা খাওয়ার ক্ষুধা আমার খুব করে চেপে বসে। তখন ঘাটতে থাকি কোথায় মনের ক্ষুধার এই খোরাক জুটবে। এমন এক তালাশ আমাকে পৌঁছে দিয়েছে অনিন্দিতার কলমের কাছে। যেখানে আমি পেয়েছি নতুন এক স্বাদ। আর মনে হলো আমার মতো আরো দশজন কবিতাপ্রেমীরও অধিকার আছে নতুন স্বাদ ভোগ করার।

আমি তো কবি নই, না আবৃত্তিকার, লেখক তো নইই। তবু এমন একটি বইয়ের সম্পাদনার স্বপক্ষে আমার কৈফিয়ত আত্মসন্তুষ্টি মাত্র। আচ্ছা বলুন তো, কবিতা কি? নিশ্চয় এককথায় বলে বসবেন 'ছন্দোবদ্ধ পদকেই তো কবিতা বলে'। তা ঠিক যদিও, তবে আমার কাছে কবিতা মানে বিরহ। পেয়েও না পাওয়ার বিরহ। ছুঁতে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে ফেলার বিরহ।

বলছিলাম 'বিরহ নামের খামে'র কথা যা সাজানো হয়েছে বিরহের রঙ তুলিতে। মন খারাপের নিঃসঙ্গ রাত্রী, থমকে থাকা বিষণ্ন সন্ধ্যা, বিচ্ছেদ থেকে ফিরতি মিলন, হৃদয়ের দোলাচলবৃত্তি, আক্ষেপ, আবেগ ও অভিমানের প্রতিটি মুহূর্তকে কবি তাঁর লেখনীর মাধুর্য দিয়ে আলপনার রঙে আঁকা ডালিতে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন আমাদের সামনে। কবিতার শব্দ, বাক্য, ছন্দ ক্রমশই যেন স্পর্শ করে যাবে হৃদয়। কবি অনিন্দিতা অনি সেই প্রেম নামক বিরহের চিরায়ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনবদ্য ছন্দে।

-আজমিন

সূচিপত্র

প্রতীক্ষা ১১
শহরের তারে তারে ১২
বৃষ্টিস্নাত ১৩
তোমার আমার শহর ১৪
বেশি কিছু চাইনি ১৫
প্রিয়তম স্বপ্ন ১৬
ভুগছি আমি একাকিত্বে ১৮
বিবর্তনের আড়ালে ১৯
একদিন চলে যাবো ২০
দুঃসহ রাত্রিযাপন ২১
ঝুলছি আমি ২৩
ছন্দপতন ২৪
সব মেঘের বৃষ্টি হয় না ২৫
আস্তাকুঁড় ২৬
হৃদয়-প্রতিধ্বণি ২৮
আকাঙ্ক্ষা ২৯
সেই তুমিতেই ৩০
ধোঁকা (অণুকাব্য) ৩১
ঘুড়ি ৩২
মন খারাপের গল্প (অনুকাব্য) ৩৩
আমার কথাগুলো ৩৪
হৃদয় কার নাম ৩৫
তোকে ভালোবাসার আফসোস ৩৬
আমরা আসমান ভেঙে ভালোবাসি ৩৮
অনুভূতি কেবল তোমার ৩৯
ছায়ামানব ৪০
অনুভবে ৪১
সময়ের বিনিয়োগ ৪২
স্নিগ্ধ দৃষ্টি ৪৩
বাসবি কিনা ভালো ৪৪
সংসার ৪৫
ভস্মীভূত আত্মা ৪৬
ওরা কারা ৪৭
আকাশ ডাকছে আমায় ৪৮
আপন কষ্ট ৪৯
কথার স্লেট ৫০
ময়নাতদন্ত ৫১
চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই ৫২
স্বার্থপর ৫৩
অনুভূতি ৫৪
প্রিয় ৫৬
ধ্বংসাবশেষ ৫৭
জোড় বেজোড়ের অংকটা ৫৮
পলাতক ৬০
জীবন—এবার একটু থামো ৬১
নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছি ৬২
তোমার সাথে আমার কড়ি হিসাব ৬৩
বৃত্ত ৬৭
কীর্তনখোলা ৬৮
সহিষ্ণুতা ৭০
নিরানন্দই আমার ৭১
আক্ষেপ ৭২
মিশে আছি তোমার মাঝে ৭৩
আমার বাম গালে তিল নেই ৭৪
এভাবেই বেচেঁ থাকা যায় ৭৫
তোমায় আমি ভালোবাসি না ৭৭
বিরহ নামের খামে ৭৯

প্রতীক্ষা

প্রিয়তম স্বপ্ন,
আমি রোজ সুবহে সাদিকের পথে
চেয়ে থাকি—
তুমি আসবে বলে।
প্রতিদিন নিয়ম করে
অপেক্ষায় মাতি,
কল্পনা সাজাই;
তুমি সত্যি হয়ে আসবে না জেনেও!
হয়তো একদিন আসবে—
পথ ভুল করে, ভুল সময়ে
তাই আমি নজর গেঁথে রই
সুবহে সাদিকের পথে।

শহরের তারে তারে

সম্পর্কগুলো চুকে গেছে
একে অন্যেরা দূরে সরে গেছে
সেই কোন দিনপঞ্জিকার পাতায়!
সময়গুলোও থেমে থাকেনি।
কিন্তু শহরের তারে তারে রয়ে গেছে
তাদের কত কথা!
কত গানের গুঞ্জন
কত একসাথে দেখা স্বপ্নের সূক্ষ্ম বুনন।
এখনও রাতে রাতে স্বপ্নগুলো আওয়াজ তোলে;
এখনও রাতের তারাগুলোতে আটকে আছে–
কত ভালো লাগার বিনম্র অনুমতি,
কত অপেক্ষার স্বান্তনা।
শুধু সম্পর্কগুলো চুকে গেছে;
যে যার মতো করে বাঁচতে শিখে গেছে
কিন্তু এখনও অপূর্ণতার সাক্ষী রয়ে গেছে,
শহরের মাথা জুড়ে এলোমেলো টানানো তারগুলো—
আর দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেছে
ট্রেনের রাতের বাঁশিতে!

বৃষ্টিস্নাত

তুমি বৃষ্টিস্নাত; উদ্ভাসিত
এই শেষ বিকেলে
কোন এক প্রেমকাব্য!
আমার জানালার শাড়সিতে–
আমার আবেগের চৌকাঠে,
তোমার ভেজা পা
নতজানুতে বসে থাকা
অনুরাগের প্রহর।
এ শ্রাবণি বারীতে
ভিজেছে লতাগুল্ম
ভিজেছে ঘাসের মেলা,
ভিজেছে আমার চিত্ততনু
ডানা মেলেছে–
তোমার ছলনার খেলা
শ্রাবণ আঁধারি আকাশ
এঁকেছে রহস্যরেখা
ঠিক যেন নিকষ রাত্রি কালো
শব্দ শোনা যায়—
জলে টুপটাপ,
মাঝে ঝুপঝাপ,
কাছে আসার শব্দ!
মাঝে মাঝে একটা দুটা পাখি
উড়ে যায় সব নীরবতা ভেঙ্গে
ডানা ঝাপটে রেখে যায়
দুফোটা বৃষ্টির জল।

তোমার আমার শহর

আমার শহরে তোমরা থাকো না,
তাই তোমরা জানো না
মেঘের রং-ও যে ধূসর হয়;
তোমাদের শহর মরিচ বাতির আলোয় উদ্ভাসিত
কিন্তু তোমরা জানো না পোড়া মাটির গন্ধ কেমন হয়–
তোমাদের শহরে কাঁচের আয়না আছে প্রচুর,
কিন্তু প্রতিবিম্বের দেয়াল চিত্র তোমাদের দেখা হয়নি।
আমার শহরে তোমরা থাকো না,
এখানে রাতের রেস্তোরাঁগুলোতে প্রাণ পায়–
মুখরোচক গল্পের রসদ।
চায়ের কেটলিতে ঘণীভূত হয়ে আসে –
গাঢ় লিকার আর স্টোভের সুঘ্রাণ।
অল্পবিস্তর চায়ের কাপে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে
গল্পমুখর জনতা।
আমার শহরের অলিগলি তে–
ঝা-চকচকে বৈদ্যুতিক বাতির আধিক্য নেই;
তবে ডিম লাইটের আলোয় যে আঁশটে সৌন্দর্য
সেটা তোমাদের শহরে নেই।
একঘেঁয়ে জীবনের আলাদা রুটিনেও
এ শহরে চোখে পড়ে মমতা ধরে রাখার চেষ্টা;
তোমাদের শহরে তো বাহানাও করে না লোকে।